দৈনিক ইত্তেফাক

আশ্বিন 20 SEP 1988
পৃষ্ঠা... ... ...কলাম... ...

028

১লা অক্টোবর রাজধানীর স্কুল কলেজ খোলা যাইবে ?

॥ নাজিমুদ্দীন মোস্তান ॥

রাজধানীর ৫ শতাধিক ত্রাণ-শিবিরের মধ্যে শতকরা ৮০টিই স্কুল-কলেজ ভবন কিংবা কমিউনিটি সেন্টার। ইহার বাহিরে নির্মীয়মাণ বাড়ী, পৌর মার্কেট, পৌর সংস্থার সুলভ বাড়ীতে দুর্গত শিবির খুলিয়াছে। প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী কলেজ নির্বিশেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর।

একজন অধ্যক্ষ জানান, কলেজের টেবিল-বেঞ্চ ভাঙ্গচুর হইতেছে। দরজা-জানালার কপাট খুলিয়া যাইতেছে। প্রাঙ্গণে উনুন জ্বালানো

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

স্কুল-কলেজ

(১ম পৃঃ পর)

নাংরা রসুই ঘরের মত হইয়া উঠিয়াছে।

একটি বিদ্যাপীঠের কক্ষগুলি ভাঙ্গার বিবরণ: স্থানীয় কমিশনার ও তাঁহার লোকজন স্কুল কর্তৃপক্ষকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন ব্যবহার সম্পর্কে একটিবারও জিজ্ঞাসা করেন নাই। রাতের বেলা শাবল হাতে লোকজন নামিয়া কক্ষগুলি ভাঙ্গিতে শুরু করে। নির্বিরোধ স্কুল-কলেজ ভবনের উপর এ 'হামলার' মূলে বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় জেদ কাজ করিয়াছে।

১লা অক্টোবর

সরকার ১লা অক্টোবর স্কুল কলেজ খোলার যে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করা দুষ্কর হইয়া পড়িবে। দুর্গতরা কবে শিবির ত্যাগ করিবে, তাহা বোঝা যায় না। এসব ভবনাদি পরিষ্কার করিতে কমপক্ষে ৭ দিন সময় লাগিবে।

গত বৎসরের বন্যায় যে কলেজের বারান্দায় দুর্গতরা ছিল, সে কলেজে প্রতিটি কক্ষ, প্রতিটি সিঁড়ি, বারান্দা এবার দুর্গত নারী-পুরুষে পরিপূর্ণ। গত বৎসর যে কলেজ ধোয়া-মোছা মেরামতের জন্য সরকারের কাছে ১ লক্ষ টাকার আবেদন জানাইয়া পায় নাই; তাহারা এবার ১০ লক্ষ টাকার আবেদন জানাইয়া কোন ফল পাইবে বলিয়া প্রত্যাশা করে না। পৌরসূত্র অবশ্য জানান, মহানগরে ত্রাণ শিবির বন্ধ হইলে পৌর কর্তৃপক্ষ এগুলি পরিষ্কার করার কার্যক্রম ও অভিযানে সহায়তা করিবে। কিন্তু বিদ্যাপীঠের কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেন, গত বৎসর পৌর কর্তৃপক্ষ কিংবা পিডব্লুডি এসব ব্যাপারে কোন সহায়তা দেয় নাই।

একটি হাইস্কুলের দ্বিতল ভবনের ১৭টি কক্ষের মধ্যে ১০টি সহ সকল বারান্দায় দুর্গতরা অবস্থান করিতেছেন। খুব কম সংখ্যক ওয়ার্ডেই কমিশনারগণ স্কুল কর্তৃপক্ষকে ত্রাণকার্য ও শিবির পরিচালনায় সম্পৃক্ত করিয়াছেন।

একতলার অধিক উচ্চতার ত্রাণ শিবিরগুলির দ্বিতল-ত্রিতল হইতে রান্নার আবর্জনা, প্যাকেট ভর্তি সব ময়লা নীচে প্রাঙ্গণের দিকে দিবারাত্র ফেলিবার ফলে উহার পচনে এক দুর্বিষহ পরিবেশ তৈরী হইতেছে। কক্ষে কক্ষে ময়লা, কালি, দুর্গন্ধ স্থায়ী হইয়া উঠিয়াছে। এসব পরিবেশে তিষ্ঠানো দায়। একজন শিক্ষক বলেন, ৭ বার ধোয়া মোছার পর পুরা চুনকাম করা না হইলে বাচ্চারা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইতে পারে।